47

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 03 JUN 199[illegible]
পৃষ্ঠা: ১২ কলাম ৪

সমঝোতা হয়নি

অনশনের দ্বিতীয় দিনে ১৮ শিক্ষক গুরুতর অসুস্থ ॥ ২ জনকে কলেরা হাসপাতালে ভর্তি

স্টাফ রিপোর্টার ॥ আন্দোলনরত বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের সাথে সরকারের এখনও কোন সমঝোতা হয়নি। মঙ্গলবার শিক্ষকদের আমরণ অনশনের দ্বিতীয় দিন অতিবাহিত হয়েছে। অনশন করতে গিয়ে ১৮ শিক্ষক গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। এঁদের মধ্যে ডায়রিয়া আক্রান্ত দু'জনকে মহাখালী কলেরা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বাকিদের অনশনস্থলেই চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে। শিক্ষকদের দাবির সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে সাবেক রাষ্ট্রপতি এরশাদসহ বিভিন্ন সংগঠন নেতৃবৃন্দ অনশনস্থলে যান।

(১১ পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

অনশনের দ্বিতীয় দিনে

(১২-এর পৃষ্ঠার পর)

নেতৃবৃন্দ শিক্ষকদের দাবিসমূহ অবিলম্বে মেনে নেয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

এদিকে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের ও শিক্ষক নেতৃবৃন্দের মধ্যে মঙ্গলবার তিন ঘণ্টাব্যাপী আলোচনা হয়েছে। বৈঠক সূত্র জানায়, আলোচনাকালে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ শিক্ষকদের কিছু দাবি মেনে নেয়ার ব্যাপারে রাজি হন। শিক্ষক নেতৃবৃন্দ বিষয়টি নিজেদের ফোরামে আলোচনার পর সিদ্ধান্ত দেবেন বলে জানান। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত শিক্ষক সমিতির বৈঠক চলছিল। আলোচনাকালে আওয়ামী লীগের পক্ষে স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, প্রচার সম্পাদক আবদুল মান্নান, শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক নূরুল ইসলাম নাহিদ এমপি, মুকুল বোস, অসীম কুমার উকিল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সমিতির সভাপতি মোঃ শামসুল আলম, মহাসচিব আলহাজ আব্বাস আলী শেখ, সাংগঠনিক সম্পাদক মৃগেন্দ্র মোহন সাহা প্রমুখ।

আলোচনা শেষে শিক্ষক সমিতির সভাপতি মোঃ সামসুল আলম বলেন, আমরা অব্যাহতভাবে আলোচনা চালিয়ে যাব, আশা করছি আলোচনার মাধ্যমেই আমরা সমাধানে পৌঁছতে পারব। বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের অনশনস্থলে হৃদয় বিদারক দৃশ্য বিরাজ করছে। সোমবারের ৯৩ জনের সাথে মঙ্গলবার আরও অনেক শিক্ষক অনশনে যোগ দিয়েছেন। এঁদের ঘিরে রয়েছেন ৪/৫ হাজার শিক্ষক। সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া থানার গোপীনাথপুর বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক জাহাঙ্গীর আলম আন্দোলনের জন্য ঢাকা এসেছেন টাকা ধার করে। তিন সন্তানের জনক এই শিক্ষক মাত্র ৭৪৫ টাকা বেতন পান। তিনি বলেন, আমাদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে। যে টাকা পাই, তা দিয়ে এই দুর্মূল্যের বাজারে বেঁচে থাকাই কঠিন। এর চেয়ে অনশন করে মরে যাওয়াই ভাল। একই রকম বক্তব্য কুড়িগ্রাম থেকে আসা রাজিবপুর থানার মোহনগঞ্জ আবদুল আজিজ রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মোঃ সানোয়ার হোসেনেরও। '৮৬ সাল থেকে তিনি চাকরি করে যাচ্ছেন এই প্রতিষ্ঠানটিতে। ছেলেমেয়ে স্ত্রী নিয়ে বাপের হোটেলে খাচ্ছেন এখনও। পৃথক করে দিলে কি অবস্থা হবে—সানোয়ার তা জানেন না। আবেগাপ্লুত কণ্ঠে সানোয়ার বলেন, ৫০০ টাকা বেতন পেয়ে জীবন কিভাবে চলে—দেশবাসীই তা বলবেন। সকল শিক্ষকের চোখেমুখেই দরিদ্রতা স্পষ্ট। গত মে মাসের ৩০ তারিখ আন্দোলনের জন্য ঢাকা এসেছেন তাঁরা। পকেটের পয়সা শেষ আন্দোলন কবে শেষ হবে—তাঁরা জানেন না। কথা সবার একই—বেতন বাড়াবে না হয় মরে লাশ হয়ে দেশে ফিরব।

বিভিন্ন সংগঠনের বিবৃতি

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি শহীদুল্লাহ চৌধুরী এবং সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম এক বিবৃতিতে বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের দাবি মেনে নেয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। যুব ইউনিয়নের সভাপতি আনোয়ারুল হক ও সাধারণ সম্পাদক বিএম শহীদুল হক অপর এক বিবৃতিতে শিক্ষকদের দাবি মেনে নেয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। এছাড়া বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক ঐক্যপরিষদ বেসরকারী শিক্ষকদের দাবি আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের জন্য শিক্ষামন্ত্রীর প্রতি আহ্বান জানান। মঙ্গলবার শিক্ষামন্ত্রীর সাথে সাক্ষাতকালে তাঁরা এ দাবি জানান। ঐক্যপরিষদের প্রতিনিধি দলে ছিলেন অধ্যাপক আবদুল মান্নান চৌধুরী সুফিয়া খাতুন, ওয়াহিদুজ্জামান মিয়া প্রমুখ।